

পুজীবাদের দ্বন্দ্ব ও সংকটকাল ।

শিকার নির্ধারণ করা আছে । তবে কি ভাবে শিকার করা হবে তা নিয়ে জাতীসংঘে বিতর্ক চলছে । যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধ অস্ত্র ব্যবসায়ীরা নতুন রাসায়নিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও তাদের নিজ সরকারের কাছে অস্ত্র বিক্রি এবং তেল ব্যবসায়ীরা ইরাকের তেলের উপর তাদের একক কর্তৃত্ব স্থাপনে ঐক্যমত । তাই এই দুই রাষ্ট্র এক কাতারে ।

অন্যদিকে ইরাকের অস্ত্রের যোগান দাতা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফ্রেন্স ও জার্মানী । ইরাকের পতন ঘটলে তাদের অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ হবে । তাছাড়া তাদের সাথে তেলের ব্যবসাও বিদ্যমান । ইরাকের তৈল প্রযুক্তিতে রাশিয়ার অর্থ বিনিয়োগ আছে বিধায়, সে যুদ্ধে অগ্রহী নয় । চীন ইরাকের তেলের উপর নির্ভরশীল, তাই সেও যুদ্ধ চায় না । তাই যুদ্ধের বিপক্ষে এই চারটি দেশের অবস্থান ।

জাতীসংঘের ভেটো প্রয়োগকারী পাচ সদস্যের মধ্যে দুইজন যুদ্ধের পক্ষে, তিনজন বিপক্ষে । পুজীবাদী যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের নেতৃত্ব চায়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য ভোগ করে আসছিল । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন্ড ওয়ার কালীন সময় তৃতীয় বিশ্বে সাম্যবাদকে ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রকে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করতে হয়েছিল । তৃতীয় বিশ্বের মুসলমান শাসকেরা জনরোষ থেকে বাচার লক্ষ্যে এবং সাম্যবাদ ঠেকাতে ইসলামকে ব্যবহার করছিল । তবে মোললাতন্ত্রের একটি অংশ নয় সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয় । যার ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় খোমেনীর নেতৃত্বে আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট ইরানের রাজতন্ত্র উৎখাত করতঃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় । আমেরিকার ভূতপূর্ব সমর্থন পুষ্ট মোললাতন্ত্রের অপর অংশটিও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে । তাই আমেরিকা তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করেছে । ৯/১১ এর আঘাতের ফলে আমেরিকার অর্থনীতির ধস নামে । অর্থনীতির বর্তমান ধস ঠেকাতে আমেরিকা যুদ্ধ চায় । কিন্তু বিশ্বজনমত, এমনকি আমেরিকার জনমতও শাস্তির পক্ষে । তারা আমেরিকার পুলিশী ভূমিকা পছন্দ করেছে না । বিশ্বজনমত জাতীসংঘের মাধ্যমে ইরাক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চায় ।

গ্লোবালাইজেশন নীতির ফলে আনুপাতিক হারে যার যত বড় পুজী সে তত বেশী ব্যবসায়িক সুবিধা ভোগ করেছে । পুজী বড় বিধায় আমেরিকা ব্যবসার সিংহভাগ সুবিধা ভোগ করেছে । ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পুজী তুলনামূলক ভাবে আমেরিকার চেয়ে ছোট বিধায় ব্যবসায়িক সুবিধা কম পাচ্ছিল, তাই তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠন করে পুজীর আকার বড় করে, আমেরিকার সম পর্যায় নিয়ে আসে । কিন্তু আমেরিকা যদি যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাকের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তা হলে মধ্যপ্রাচ্যের প্যাট্রোডলার বাজার আমেরিকার একক দখলে চলে যাবে । ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যপ্রাচ্যের বাজার সংকুচিত হবে । তাই তারা যুদ্ধ চায় না । জাতীসংঘে যুদ্ধের বিপক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছে পুজীবাদী ফ্রেন্স ।

একমাত্র ইয়াসিন আরাফত ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কোন শাসক গোষ্ঠিরই গণ ভিত্তি নাই । সকলেই ক্ষমতায় আছেন আমেরিকার অনুগ্রহে । তাই কেউই আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছেন না । আরাফত কার্যত ইস্রাইলের হাতে বন্দী । তুরস্ককে ২৬ বিলিয়ন ডলার ঘুস দেয়া হয়েছে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য । যদিও তুরস্কের ৮৫% মানুষ ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিপক্ষে । ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক ভাবে দুর্বল ৯ সদস্যকে আমেরিকার পক্ষে আনা হয়েছে খুণের অর্থ বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে ।

কিছু দিন পূর্বে ন্যাম (জোট নিরাপক্ষ আন্দোলন) সম্মেলন কোয়াললামপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল । তৃতীয় বিশ্বের ১৪২টি রাষ্ট্র উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেছিল । গ্লোবালাইজেশন নীতির কারণে উন্নত বিশ্বের পণ্যের সাথে তৃতীয় বিশ্বে উৎপাদিত পণ্যের অসম প্রতিযোগিতার ফলে সৃষ্ট অসুবিধা সমূহ লাঘব কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সন্ত্রাসী ও মুক্তিযোদ্ধার সংঘা নির্ধারণের জন্য সম্মেলন জাতীসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছে ।

সেতারা হাশেম

০৩/১০/০৩